الأموات ينتفعون بأعمال الأحياء

জীবিতদের আমলে মৃতদের উপকার

শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ
দাওরায়ে হাদীছ ; আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী। কামিল; সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা ও অনার্স ; ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সার্বিক যোগাযোগ : +৮৮০১৭৮০-৫৬৭২৬৬

প্রকাশনী
মিছবাহুল হাদীছ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

জীবিতদের আমলে মৃত্যুদের উপকার
প্রকাশনী : মিছবাহুল হাদীছ ইসলামিক ফাউন্ডেশন
রসুলপুর,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৬১১-৯৩০২৮৮, ০১৭৮০-৫৬৭২৬৬
প্রকাশকাল : মুহাররম-১৪৪৮,আষাঢ়-১৪৩৩, জুন-২০২৬খ্রি.
প্রচ্ছদ ডিজাইনার : ইয়াসির আরাফাত
মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র
....
JIBITODER AMOLE MRITTUDER UPKAR" by Shahidullah Bin Rahmatullah, Dawrah-e-Hadeeth, Al-Jami'ah As-Salafiyyah, Rajshahi; Kamil (Tafsir), Government Madrasah-e-Alia, Dhaka; Honours (Hadith), Islamic Arabic University, Dhaka. Mobile: +8801780-567266
Price: 30 Taka.
Gmail : shahidullahbinrahmatullah@gmail.com

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

মৃত্যু মানব জীবনের চূড়ান্ত বাস্তবতা। মৃত্যুর পর মানুষ তার নিজ আমল করার সুযোগ হারায়, তবে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে কিছু আমলের মাধ্যমে জীবিতদের দু'আ, সাদাকা ও নেক কাজের উপকার মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যায়।

এই বাস্তবতার আলোকে **"জীবিতদের আমলে মৃতদের উপকার"** শিরোনামে এই ছোট গ্রন্থটি

সংকলিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো-বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করা এবং সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা থেকে সতর্ক করা।

যারা বুদ্ধি, পরামর্শ, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন- আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাতকে বরকতময় করুন।

বিশেষভাবে আমার দাদা, মেজো খালা, মেজো চাচী, ছোট ফুফাসহ যারা দুনিয়া ত্যাগ করেছেন- আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান বানান। আমিন।

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দু'আ করি, এই বইটি আমার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আহলিয়া, সন্তানাদী, আত্মীয়-স্বজন ও সকল ঈমানদার মুসলিমকে দুনিয়া-আখেরাতে সফলতা দান করুন। আমিন।

বিঃ দ্রঃ বইটিতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল পরিলক্ষিত হলে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

লেখক
শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ
রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

প্রথম অধ্যায়
মৃত্যু ও আখিরাতের বাস্তবতা

মৃত্যু মানুষের জীবনের অবধারিত সত্য। পৃথিবীতে যে জন্মেছে, তাকে একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে। ইসলামে মৃত্যু কোনো শেষ নয়; বরং এটি একটি নতুন জীবনের শুরু, যা আখিরাতের পথে প্রথম ধাপ। এজন্য কুরআন ও হাদীছে মৃত্যুর বাস্তবতা, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পরের অবস্থা এবং কবরের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

ক. মৃত্যু আল্লাহর নির্ধারিত সত্যঃ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত একটি অবধারিত বিধান। পৃথিবীর কোনো মানুষ, নবী-রাসূল, রাজা বা সাধারণ ব্যক্তি-কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚۖ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۚ

"পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। কেবল তোমার মহিমাময় প্রতিপালকের সত্তাই চিরস্থায়ী।" (সূরা আর-রহমান ৫৫:২৬-২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

"তোমরা সুখ-স্বাদ ধ্বংসকারী (মৃত্যু)-এর স্মরণ বেশি বেশি কর।" (সুনান আত-তিরমিযী-২৩০৭, সুনান আন-নাসাঈ- ১৮২৪)

আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে, তার অন্তর নরম হয়, পাপ থেকে দূরে থাকে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

খ. মৃত্যুর সময় নির্ধারিতঃ প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কেউ তার মৃত্যুর সময় এক মুহূর্ত আগেও মরবে না, আবার এক মুহূর্ত পিছিয়েও যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

"প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় এসে যায়, তখন তারা এক মুহূর্তও পিছাতে পারে না এবং আগাতেও পারে না।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭: ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করতে পারে না; এটি নির্ধারিত সময়ের একটি বিধান।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৪৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ... ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

"মানুষ মায়ের গর্ভে থাকাকালেই তার রিযিক, বয়স, আমল এবং সে সুখী না দুর্ভাগা-সবকিছু লিখে দেওয়া হয়।" (সহীহ বুখারীঃ ৩২০৮, সহীহ মুসলিমঃ ২৬৪৩)

গ. মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থাঃ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জন্য নতুন এক জীবন শুরু হয়। তখন মানুষ দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপে প্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ

"যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে -হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি।" (সূরা আল-মুমিনূন ২৩: ৯৯-১০০)।

কিন্তু তখন তাকে আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

"মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়।" (বুখারীঃ ১৩৩৮, মুসলিমঃ ২৮৭০)।

ঘ. কবরের জীবন (বারযাখ): মৃত্যুর পর মানুষ যে জীবনে প্রবেশ করে তাকে বারযাখের জীবন বলা হয়। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানের একটি জীবন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

"তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ (মধ্যবর্তী জীবন), পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল-মুমিনূন ২৩: ১০০)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ

"কবর হচ্ছে আখিরাতের প্রথম ধাপ। যদি কেউ এতে নাজাত পায়, তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো তার থেকেও সহজ হবে।" [তিরমিযীঃ ২৩০৮, ইবনু মাজাহঃ ৪২৬৭]

ঙ. কবরের নেয়ামত ও আযাবঃ কবর মানুষের জন্য হয় জান্নাতের বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الْقَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ

"কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।" (তিরমিযীঃ ২৪৬০। তবে এর সনদ দুর্বল।)

অন্য আরেকটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেন-

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"এই দুই ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তারা বড় কোনো কারণে আযাব পাচ্ছে না। একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না এবং অন্যজন মানুষের মধ্যে চোগলখোরি করত।"(সহীহ বুখারীঃ ২১৬, সহীহ মুসলিমঃ ২৯২)

সুতরাং বুঝা গেল যে, মৃত্যু অনিবার্য সত্য এবং আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপ। তাই একজন মুমিনের উচিত-মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করা, নেক আমল বৃদ্ধি করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।" (সহীহ বুখারী-১৩৭৭, সহীহ মুসলিম-৫৮৮)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুপথযাত্রীর সময় করণীয়

মৃত্যু পথযাত্রা হলো জীবনের সর্বোচ্চ সংকটকাল। এই সময় একজন মুমিনের আত্মা দুনিয়া থেকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার পথে থাকে। ইসলাম মানুষকে শেখায় যে, মৃত্যু পথযাত্রীকে ঠিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া, তার জন্য দু'আ করা এবং তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজগুলো মৃত্যু প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য শান্তি, স্থিরতা এবং আখিরাতের কল্যাণ এনে দেয়।

ক. মৃত্যুপথযাত্রীকে তালক্বীন করা (لا إله إلا الله): মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার কণ্ঠে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ নিশ্চিত করা। এটি মৃত্যুর সময় একটি নেক দৃষ্টান্ত এবং তার আত্মার জন্য মুক্তি এনে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকীন (শিক্ষা/উচ্চারণ করিয়ে) দাও।" (মুসলিমঃ ৯১৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

وَمَنْ يَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি বলবে-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারীঃ ৫৮২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَكْثِرُوا مِنْ تَلَاقِينَ الْمَوْتَى بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ

"মৃত্যুপথযাত্রীকে বারবার তাওহীদের কথা বলতে বলুন।" (তিরমিযীঃ ১৫৬৪)

খ. মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য দু'আ করাঃ মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য দু'আ করা তার জন্য সহায়তা, আল্লাহর রহমত ও আযাব থেকে রক্ষা নিশ্চিত করে।

এটি জীবিতদের দায়িত্ব এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ভালোবাসার প্রকাশ। উসমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন শেষ করতেন, তখন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন-

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"তোমরা তোমারে ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তার দু'আ কর; কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।" (আবু দাউদ: ৩২২১)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ قَالَ لِلْمَيِّتِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ. فَقَدْ دَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ

"যে ব্যক্তি মৃতের জন্য আযাব কে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, সে তার জন্য কল্যাণ কামনা করেছে।" [বুখারী: ১২২০; মুসলিম: ৯৬৫]

গ. মৃত্যুপথযাত্রীকে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা দেওয়া: মৃত্যুর সময় অনেকের অন্তর ভয়, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায় ভরে। মৃত্যুপথযাত্রীকে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা (হুসনুয-যান্ন) দেওয়ার মাধ্যমে তার হৃদয় স্থির করা যায়। মৃত্যুপথ যাত্রীর সময় করণীয় বিষয়গুলো হলো- তাঁকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করতে উৎসাহিত করা। তার জন্য দু'আ করা, আল্লাহর রহমত ও আযাব থেকে রক্ষা কামনা করা। তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা স্থাপন করা এবং জান্নাতের খুশির আশা দেখানো।

আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।" (সূরা আয-যুমার ৩৯: ১০)

তৃতীয় অধ্যায়
মৃত্যুর পর করণীয়

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জন্য বিশেষ কিছু কর্মের গুরুত্ব রয়েছে। মৃতদেহের মর্যাদা বজায় রাখা, তার জন্য দু'আ করা, দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করা- এসব কর্ম মৃত ব্যক্তির জন্য সহায়তা ও তার আত্মার শান্তি নিশ্চিত করে। ইসলামে মৃত্যুর পরপর করণীয় বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

ক. চোখ বন্ধ করা: মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা একটি নেক আমল। এটি মৃতদেহের মর্যাদা রক্ষা করে এবং জীবিতদের জন্য একটি নৈতিক দায়িত্ব।

বিঃ দ্রঃ স্বাভাবিকভাবে চোখ বন্ধ করা না গেলে টেনেহেচড়ে চোখ বন্ধ করার চেষ্টা অনুচিত এবং মৃতব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়ার শামিল।

খ. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা: মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ওপর উচিত হবে তার জন্য মাগফেরাত ও শান্তির জন্য খালেছভাবে দো''আ করা।

উসমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন শেষ করতেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন-

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"তোমরা তোমারে ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তার দু'আ কর; কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।" (আবু দাউদ: ৩২২১)

গ. মৃত দেহ ঢেকে দেওয়া: মৃতদেহকে ঢেকে দেওয়া মর্যাদা এবং আড়ম্বর রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি মৃতদেহকে ঠান্ডা, আবহাওয়া ও আঘাত থেকে রক্ষা করে।

ঘ. মৃত্যু সংবাদ দেওয়া: মৃত্যুর খবর পরিবারের সদস্য ও নিকটজনকে দ্রুত জানানো প্রয়োজন। এটি তাদের প্রস্তুতি ও জানাযা ও দাফনের সময় সুষ্ঠু আয়োজন নিশ্চিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন——

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

নাজাশী যেদিন মারা যান সেদিন-ই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর খবর দেন এবং জানযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্দী করে চার তাকবীর আদায় করলেন| (বুখারী -১২৪৫)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» জানাযাকে দ্রুত সম্পন্ন করো (সহীহ বুখারী: ১৩১৫ ; সহীহ মুসলিম: ৯৪৪)।

বিঃ দ্রঃ মাইক দিয়ে উচ্চ সাউন্ডে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার ও মাসজিদের মাইকে প্রচার করা বিদ'আত। তবে সংবাদ পাঠানোর কোনো মাধ্যম না থাকলে মাসজিদের মাইকে মৃত্যুর সংবাদ একবার প্রচার করা যেতে পারে। অনুরূপ হুকুম হবে যখন মৃত ব্যক্তির জানাযা দেওয়ার মতো লোক সমাগম না হবে।

ঙ. দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা: মৃত্যুর পর দ্রুত কাফন এবং দাফনের ব্যবস্থা করা উত্তম। এটি মৃতদেহকে মর্যাদার সাথে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্য পেতে সহজ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ "জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করো। (সুনান নাসাঈ: ১৯২২)।

চ. মৃত্যু ব্যক্তির সৎ গুণাবলী বর্ণনা করা: মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সৎ গুণাবলী বর্ণনা করা নেক ও সম্মানের কাজ। এটি মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও নেক আমলের একটি মাধ্যম। (বুখারী: ৬০১৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- সংক্ষেপে বলা যায় যে, মৃত্যুর পরপর করণীয় বিষয়গুলো হলো-মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা, তার জন্য দু'আ করা, মৃতদেহ ঢেকে রাখা, মৃত্যুর সংবাদ জানানো, দ্রুত কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা, মৃত ব্যক্তির সৎ গুণাবলী বর্ণনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

উচ্চারণঃ"আল-াহুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া 'আফিহি, ওয়াফু 'আনহু।"

"হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি রহমত দান কর, তাকে সুস্থ রাখ এবং তার অপরাধ মাফ কর।" (আবু দাউদ ৩১৫৫, সহীহ মুসলিম হাদীছ: ৯৬৩)

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর পরে পাঁচটি কাজ দ্রুত করা

মৃত্যুর পরে মৃতদেহের যথাযথ পরিচর্যা করা এবং দ্রুত পাঁচটি (গোসল, কাফন, জানাযা,জানাযা বহন ও দাফন) সম্পন্ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে মৃত ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা, তার আত্মার শান্তি এবং জীবিতদের জন্য নেক আমল অর্জনের উদ্দেশ্যে এগুলো করা জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

ক. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া মৃতদেহ পরিচর্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি মৃতদেহকে পবিত্র করে, মর্যাদা প্রদান করে এবং জানাযার পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

অর্থ:"যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে গোসল দেয় এবং তার (দোষ-ক্রটি) গোপন রাখে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করে দেন।„(মুসনাদ আহমদ - ২৩৯৮১)

খ. কাফনের বিধানঃ মৃতদেহকে সহজ ও শিষ্টাচারের সাথে কাফন দেওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি মৃত্যু ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করে।

গ. জানাযার ছালাতের গুরুত্ব ও পদ্ধতিঃ জানাযার ছালাত মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনার অন্যতম মাধ্যম। এটি মৃতের জন্য দু'আ ও মৃতদেহের মর্যাদা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ ". قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ".

যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত, আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া

পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু,কীরাত। জিজ্ঞেস করা হল দু,কীরাত কী? তিনি বললেন, দু,টি বিশাল পর্বত সমতুল্য [সওয়াব] (বুখারী -১৩২৫)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেনঃ

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ...

"তোমরা জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করো...„ — (সহীহ বুখারী ১৩১৫), সহীহ মুসলিম (৯৪৪)

صفة صلاة الجنازة

জানাযার ছালাতের বিবরণ

মাইয়্যাত কাউকে অসিয়ত করলে তিনি ইমামতি করবেন। ইমামকে মুখলেছ ও তাক্বওয়াবান হতে হবে জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবে। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে। (বুখারী, মিশকাত -১৬৫২)

প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম

হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় 'ছানা' পড়বে না। (শারহুল মুনতাহা ৩/৬০)।

অতঃপর আ'উযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা তারপর ২য় তাকবীর দিবে ও দরূদে ইবরাহীম পাঠ করবে। তারপর ৩য় তাকবীর দিবে ও নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পড়বে। দু'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে ডানে একবার মাত্র সালাম ফিরাবে।

জানাযার দু'সমূহ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

উচ্চারণ : আলা-হুম্মাগফির লিহাইয়েনা ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া শা-হেদেনা ওয়া গা-য়েবেনা ওয়া

ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উন্‌ছা-না, আলা-হুম্মা মান আইয়াইতাহু মিন্না ফাআয়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহ্‌ মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমান। আলা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তাতিন্না বা'দাহ্‌।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দু'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। (আবু দাঊদ-৩২০১, তিরমিযি -১০২৪, ১০২৯)।

☞. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زوجه، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লা-হু ওয়ারহামহু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহ্ ওয়া ওয়াসসি' মাদখালাহ্; ওয়াগসিলহু বিলমা-এ ওয়াছছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্বকিহি মিনাল

খাতা-য়া কামা ইউনাক্বক্বাহ্ ছাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল-হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল কাবরে ওয়া মিন 'আযা-বিন না-র।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল

করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ'তে ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন। (সহীহ্ মুসলিম -২২৩৪, মিশকাত-১৬৭৭)।

শিশু সন্তানের মৃত্যুর ফযীলত ও পিতা-মাতার জন্য সুসংবাদ :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখ্রাওঁ ওয়া আজরান'।

'লানা'-এর সাথে 'ওয়া লি আবাওয়াইহি' (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) যোগ করে বলা যেতে পারে। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১:২৭৪)।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন'! (বুখারী তা'লীক্ব-১৩৩৫)।

শিশু সন্তান মৃত্যুর ফযিলত ও পিতা-মাতার জন্য সুসংবাদ : শিশু সন্তান হারানো অত্যন্ত

বেদনাদায়ক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল মুমিন পিতা-মাতার জন্য মহা প্রতিদান ও সুসংবাদ রেখেছেন।

ক. শিশু সন্তান জান্নাতে যাবে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَطْفَالُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْجَنَّةِ

"মুসলমানদের শিশুরা জান্নাতে থাকবে" (বুখারী-৭০৪৭;মুসলিম-৮৪৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব"। (সূরা আত-তূর ৫২:২১)।

খ. শিশু সন্তান কিয়ামতের দিন পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ.

"তাদের বলা হবে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।'তখন তারা বলবে, 'আমাদের পিতা-মাতারা প্রবেশ না করা পর্যন্ত নয়।' অতঃপর বলা হবে, 'তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতারা জান্নাতে প্রবেশ কর"(ছহীহ নাসাঈ-১৮৭৬; আহমাদ-১০৬২২)।

গ. ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য জান্নাতে 'বাইতুল হামদ': রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ... ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

"যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় এবং সে আল্লাহর প্রশংসা করে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন: আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ 'বাইতুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)"(জামে' আত-তিরমিযী-১০২১)।

আল্লাহ বলেন:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ "আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন" (সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৫৫)।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে প্রদান করা হবে" (সূরা আয-যুমার ৩৯:১০)।

ঘ. সন্তান মৃত্যু পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

"যে মুসলমানের তিন সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"(সহীহ বুখারী-১২৪৮)।

একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন:

وَاثْنَيْنِ؟ "দুই সন্তান হলে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

وَاثْنَيْنِ "দুই সন্তান হলেও"(সহীহ বুখারী-১০১)।

ঙ. গর্ভপাত বা মৃতভ্রূণও পিতা-মাতার জন্য উপকার করবে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

السِّقْطُ يَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ

"গর্ভপাত হওয়া সন্তানও তার মাকে নাভিরজ্জু ধরে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যদি সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে" (সুনান ইবন মাজাহ-১৬০৯)।

চ. সন্তান মৃত্যু মুমিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা : আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, প্রাণ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন" (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: ১৫৫)।

এরপর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পরিচয় দিয়ে বলেন:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾

"যারা বিপদে পড়লে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।' তাদের ওপর তাদের রবের পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত রয়েছে"(সূরা আল-বাক্বারাহ ২ :১৫৬-১৫৭)।

শোকাহত পিতা-মাতার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ أْجُرْهُمْ فِي مُصِيبَتِهِمْ، وَاخْلُفْ لَهُمْ خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা'জুরহুম ফী মুসীবাতিহিম, ওয়াখলুফ লাহুম খাইরান মিনহা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তাদের এ বিপদে প্রতিদান দিন এবং এর পরিবর্তে তাদেরকে উত্তম কিছু দান করুন"(সুনানে ইবনে মাজাহ-১৫৯৬)।

নবজাতক, শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সে আল্লাহর রহমতে জান্নাতবাসী হবে ইনশাআল্লাহ। ধৈর্যশীল পিতা-মাতার জন্য রয়েছে জান্নাত, সন্তানের সুপারিশ, 'বাইতুল হামদ' এবং অগণিত সওয়াবের সুসংবাদ। তাই মুমিনের কর্তব্য হলো আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» পাঠ করা এবং সওয়াবের আশা রাখা।

আল্লাহ তা'আলা সকল শোকাহত পিতা-মাতাকে সবরে জামীল দান করুন, তাদের

সন্তানদের জান্নাতের পাখি হিসেবে কবুল করুন এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সুপারিশকারী বানান। আমীন

(الصلاة علي السقط : গর্ভচ্যুত শিশুর জানাযা)

(ক) বাচ্চা যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ক্রন্দন করে বা হাঁচি দেয় বা এমন আচরণ করে যাতে তার জীবন ছিল বলে বুঝা যায়, অতঃপর মারা যায়। তবে তার জানাযা পড়তে হবে। 'এসময় তার মুসলিম বাপ-মায়ের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে'। (আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৬৭)।

অর্থাৎ সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার **১ম** দু'আটি পাঠের পর শিশুর জন্য বর্ণিত **৫ম** দু'আটি পাঠ শেষে বলবে,'আল্লা-হুম্মাগফির লি আবাওয়াইহে ওয়ারহামহুম' (হে আল্লাহ! তুমি তার পিতামাতাকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর)।

(খ) যদি বাচ্চা চার মাসের আগেই গর্ভচ্যুত হয়, তাহলে তাকে গোসল বা জানাযা কিছুই করতে হবে না। বরং কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করবে।

(গ) চার মাসের পরের কোন সন্তান যদি মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তারও জানাযা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীছে বাচ্চার 'চীৎকার করার' কথা এসেছে। (ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩০৫০)। গর্ভচ্যুত সন্তানের জানাযা করতে হবে মর্মের 'আম ছহীহ হাদীছের'(আবুদাউদ, মিশকাত-১৬৬৭)। ভিত্তিতে একদল বিদ্বান গর্ভচ্যুত মৃত সন্তানের জানাযা করার জন্য বলেন। জবাবে শাওকানী বলেন, মায়ের গর্ভে চার মাস অতিক্রম করাটাই শিশুর জীবনের প্রমাণ নয়, বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পর কান্নাটাই তার জীবনের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও জমহূর বিদ্বানগণ সেকথা বলেন। (নায়ল ৫/৪৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭; ছালাতুর রাসূল, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব -২৪৫পৃষ্ঠা)।

ঘ. জানাযা বহনঃ মৃত্যুর পর মৃতদেহকে জানাযার জন্য বহন করা হলো এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এটি মৃতদেহকে সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক এবং মৃতের জন্য দু'আর করার সুযোগ দেয়। ইমাম ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ "জানাযা বহন করা মৃতের মর্যাদা রক্ষা করে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ সহজ করে। (ফতহুল বারী, ইবনু রজব ৩য় খন্ড ১৮৩পৃষ্ঠা)

ঙ. দাফনঃ মৃত্যুর পরে দ্রুত দাফন করা মৃতদেহের মর্যাদা রক্ষা, কবরের আযাব থেকে রক্ষা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য নেক আমল তুল্য।

মৃত্যুর পরে পাঁচটি কাজ দ্রুত করার বিষয় হলো : ১.মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া।

২.মৃতদেহ সফলভাবে কাফন করা।

৩.জানাযার সালাত যথাযথভাবে আদায় করা।

৪.মৃতদেহকে জানাযার জন্য বহন করা।

৫. দাফন দ্রুত সম্পন্ন করা।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

ক. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার গুরুত্বঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

»إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ«

"মানুষের মৃত্যু হলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি ব্যতীত। চলমান সদাকা, এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার পাওয়া যায়, অথবা সৎ সন্তান যার দ্বারা সে জন্য দু'আ করা হয়।" (সহীহ মুসলিমঃ ১৬৩১)

মৃতের জন্য দু'আ করা জীবিতদের জন্যও নেকির সুযোগ এবং মৃতের জন্য আল্লাহর রহমত কামনার একটি প্রধান মাধ্যম।

খ. কবরের পাশে মৃতদের জন্য দু'আ করার নিয়মঃ মৃতের জন্য কবরের পার্শ্বে দু'আ করার নিয়ম হল কিবলামুখী হয়ে মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করবে সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বাকী' কবরস্থানে পৌছে হাত উঠিয়ে দু'আ করেছিলেন। তাবুক যুদ্ধে সাহাবী 'আবদুল্লাহ যুলবিজদায়েনের দাফনের পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পার্শ্বে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করেছিলেন হিলয়াতুল আওলিয়া, ইবনে মাস'উদ (রাযি) হতে আবূ ওয়ায়িল শাকীক ইবনে সালামাহ্ তাবিঈ তার মাধ্যমে আল আ'মাশ তাঁর মাধ্যমে সা'দ ইবনে সান্ত তাবিঈ নির্ভরযোগ্য। (দেখুন-আল জারহ্ ওয়াতা'দীলে ২য় খণ্ড ১ম ভাগ ৮৬ পৃষ্ঠা)।

তার মাধ্যমে তার নাতি-কন্যার সন্তান ইসহাক ইবনে ইবরাহীম সাদুক- (আল জারাহ ওয়াৎ তা'দীল ১ম খণ্ড ১ম ভাগ ২১১ পৃষ্ঠা)।

তার আর একটি সনদ ঐ কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যা হাসান হাদীসের অন্তর্ভূক্ত- (হিলয়াতুল আওলিয়া ১ম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)।

অতএব মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর সঙ্গে সঙ্গে হোক বা দীর্ঘদিন পরে হোক যিয়ারাতকালে হাত উঠিয়ে দু'আ করার প্রথা সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়া হতে প্রমাণিত, এটা অস্বীকার করা উচিত নয়। বিশেষ করে তা যখন সহীহ মুসলিম হাদীসে বর্ণিত। তবে ঐ দু'আ করাকালে হাত উঠিয়ে কি দু'আ করবে এ সম্পর্কে প্রকাশ্য শব্দে সেরূপ কিছু উল্লেখ হয়নি। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দু'আ ঐ সাহাবীর জন্য করেছিলেন তা উম্মাতের পক্ষে সম্ভব নয়; তবে জানাযায় পঠিত দু'আ যেটা

সর্বপ্রথমে আমরা উল্লেখ করেছি তা পড়া অতি উত্তম ঐ সাথে দাফনের পর পর হলে বেশ কিছুবার সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলার কথা বর্ণিত আছে, যা আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী সা'দ ইবনে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করার পর পড়েছিলেন (মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয় ;আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা

গ. কুরআনের দু'আসমূহঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

অর্থঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের পূর্বে যারা অগ্রগামী হয়ে গেছে, আমাদের সেই ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিন।„(সূরা আল-হাশর ৫৯ : ১০)

"হে আল্লাহ! তাদের প্রতি তোমার করুণা এবং শান্তি নেমে আসুক।"

মৃতের জন্য কুরআনের এই দু'আগুলো পড়লে আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও শান্তি কামনা করা হয়।

ঘ. হাদীছে বর্ণিত দু'আসমূহ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

উচ্চারণ : "আল-াহুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া 'আফিহি, ওয়াফু 'আনহু।"

অনুবাদ : "হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন এবং তাকে মার্জনা করে দিন।"(বুখারী, মুসলিম-৯৬৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

»إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ... أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ«

"মৃত ব্যক্তির জন্য তার সন্তান বা অন্যরা দু'আ করলে তা তার জন্য সাওয়াব।" (মুসলিম - ১৬৩১)।

❖ **প্রয়োগের কিছু প্র্যাক্টিক্যাল নির্দেশনা:** মৃতের জন্য নিয়মিত দু'আ পড়া উচিত, বিশেষত জানাযা ও সৎকর্মের সময়। দো'আ করার সময় আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসঅপরিহার্য।

❖ কিছু নির্দিষ্ট দু'আ যা নিয়মিত পড়া যায়:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণ: "আল-াহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু।"

"রব্বানা-গফির লাহুম ওয়ারহামহুম।"

দু'আগুলো নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রহমত বৃদ্ধি পায় এবং আমাদেরও নেকির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাদাকা ও দান

ক. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকার বিধান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ«...

"মানুষের মৃত্যু হলে তার সকল আমল থেমে যায়, কেবল তিনটি ব্যতীত। চলমান সদকা, এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার পাওয়া যায়, অথবা সৎ সন্তান যার দ্বারা সে জন্য দু'আ করা হয়।" (সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

মৃতের জন্য দান ও সাদাকা দেয়া হলো এমন একটি আমল যা তার মৃত্যুর পরও সাওয়াব প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ

"যারা তাদের ধন রাত-দিন, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:২৭৫)

খ. সাদাকায়ে জারিয়াহ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ إِلاَّ وَيُنْقَطِعُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ

সাদাকায়ে জারিয়া এমন কাজ যা মৃত্যুর পরও মানুষকে সাওয়াব পৌঁছে দেয়। যেমন: মসজিদ নির্মাণ, কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, সেচের জন্য নলকূপ, শিশু বা দরিদ্রদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ

أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ

"হে বিশ্বাসীগণ! যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন, তাদেরকে মৃত ভেবো না, বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫৪)।

আল্লাহর পথে সাদাকা ও দান, বিশেষত মৃতের জন্য, তাদের জীবনের পরও সাওয়াবের ধারাকে অব্যাহত রাখে।

গ. সাদাকার বিভিন্ন রূপঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

«إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"সাদাকা পাপ দূর করতে সাহায্য করে, যেমন পানি আগুন নিভায়।" (সহীহ তিরমিযীঃ ৬৩৬)

সাদাকার প্রধান রূপসমূহ

মাল বা অর্থ দিয়ে সাহায্য- দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য।

জ্ঞান বা শিক্ষা প্রচার- কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র,মাদরাসা, বা ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা।

নিরাপদ পানি বা স্বাস্থ্যসেবা - কূপ, নলকূপ, হাসপাতাল বা ক্লিনিক।

সৎকর্ম ও দয়ালু কাজ- পথঘাট নির্মাণ, অসহায়দের খাবার বা ঔষধ বিতরণ।

মৃত ব্যক্তির জন্য এইসব সাদাকা দিলে মৃত্যুর পরও তার জন্য নেকির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ

ক. ঋণের গুরুত্বঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"হে ঈমানদারগণ! চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" (সূরা মায়িদাহ ৫: ১)

খ. মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের বিধানঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".

মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে (তিরমিযী -১০৭৮)

গ. ঋণ পরিশোধের ফযিলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ

عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার কষ্ট দূর করে দেবেন (সহীহ মুসলিম -২৬৯৯)

বিঃ দ্রঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা নিতে আদায় করতেন না তবে ছাহাবীদের করতে বলেছেন। একটি জানাযায় উপস্থিত হলেন অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ শুনে বললেন সে ঋণগ্রস্থ তার জানাযা তোমরা কর আমি করবো না। তখন এক ছাহাবী বললেন ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিলাম এরপর তিনি জানাযা পড়ালেন। (বুখারীঃ ২২৯৫)

অষ্টম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম

ক. ছিয়াম বাকি রেখে মৃত্যু হলে বিধান:

যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত কিছু নির্ধারিত ছিয়াম রাখতে না পারে (যেমনঃ রমাদ্বানের ছিয়াম), তবে তার মৃত্যু হয়ে গেলে অভিভাবক বা ঘনিষ্ঠ স্বজন তার পক্ষ থেকে সেই ছিয়ামগুলো পূরণ করতে পারবে। এটি ইসলামে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও উপকারী আমল হিসেবে গণ্য হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ مِن بَعْدِ عَهْدِهِ"

"যারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।" (সুরা আছ-সাফফাত, ৩৭:৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ"

" যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কিছু ছিয়াম বাকি থাকে, তার অভিভাবক বা ওয়ারিস তার জন্য ছিয়াম পালন করুক।" (সহীহ মুসলিম ১/২৩০ পৃঃ)

মৃত ব্যক্তির জন্য এই ছিয়াম রাখলে তার পূর্ববর্তী অপরাধ ও দায় হ্রাস পায়।

এটি মৃত ব্যক্তির নেক আমল হিসেবে গণ্য হয় এবং স্বজনদের জন্যও সওয়াব বহন করে।

রামাদ্বানের ছিয়াম বাকি থাকলেঃ স্বজনরা তার পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারেন।

নফল ছিয়ামঃ এগুলোও ইচ্ছামত মৃতের জন্য পালনযোগ্য।

খ. অভিভাবকের ছিয়াম রাখার বিধানঃ

ছিয়াম স্বেচ্ছায় ও খালেছ মনোভাবের সঙ্গে পালন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"إنَّ الوصي إذا صام عن الميت كان له أجره"

"যদি অভিভাবক মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখে, তবে তারও সওয়াব আছে।"(ইবনে মাজাহঃ ২৭১৭)।

যদি কোনো ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে অসুস্থ বা অক্ষম হয়ে ছিয়াম রাখতে না পারে এবং পরে মারা যায়, তবে অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখে। এটি মৃতের জন্য সবচেয়ে কার্যকর দু'আ স্বরূপ আমল।

মৃতের বাকি ছিয়াম স্বজন বা অভিভাবক তার জন্য পূর্ণ করতে পারে। এটি মৃতের জন্য নেকি বৃদ্ধি ও পাপ হ্রাসের মাধ্যম। দু'আও দানের সঙ্গে ছিয়াম রাখা।

নবম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ

ক. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জের বিধান :

যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত ফরয হজ্জ সম্পন্ন করতে না পারে, তবে তার পক্ষ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করতে পারে। এটি ইসলামে জায়েয এবং মৃতের জন্য নেক আমল হিসেবে গণ্য হয়।

শর্তসমূহ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা ফরজ তবে যিনি মৃত্যুর পক্ষ থেকে হজ্জ করবেন তাকে আগে নিজের ফরজ হজ্জ করতে হবে।

হজ্জের জন্য যিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন, তিনি বয়স্ক, সক্ষম ও সুস্থ মুসলমান হতে হবে।

হজ্জ অকৃত্রিম ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হতে হবে, অর্থাৎ হজ্জের সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত অনুশীলন করতে হবে।

মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করলে মৃতের জন্য সওয়াব, এবং হজ্জকারীর জন্যও আল্লাহর নিকট নেকি থাকে।

أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

অর্থ জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা হাজ্জের মানৎ করেছিলেন তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় কর। তুমি এই ব্যাপারে কি মনে কর যদি

তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র হকই বেশী আদায়যোগ্য (বুখারী -১৮৫২)

যিনি হজ্জ করেন, তার দায়িত্ব হলো মৃত ব্যক্তির সকল ফরজ আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালন করা। মৃতের জন্য হজ্জের খরচ স্বজনদের দ্বারা পরিশোধ করা উচিত। মৃতের ফরজ হজ্জ পূরণ হয়। মৃতের নেকি বৃদ্ধি পায় এবং স্বজনদেরও আমলনামায় সওয়াব দেওয়া হয়।

খ. হজ্জ বদল: হজ্জ বদল অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি নিজের পূর্বনির্ধারিত বা অসম্পূর্ণ হজ্জ সম্পন্ন করতে না পারলে, অন্য ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পন্ন করে। এটি বিশেষভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

শর্তসমূহ

মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে।

হজ্জের সব ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালিত হতে হবে।

হজ্জ বদলের উদ্দেশ্য মৃতের ফরজ পূরণ ও নেকি অর্জন।

অনুরূপভাবে মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতরা ওমরাহ করতে পারবে।এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।

দশম অধ্যায়

মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী আমল (الأعمال النافعة للميت):

ক. সাদাকায়ে জারিয়াহ (الصدقة الجارية) : সাদকায়ে জারিয়াহ হলো এমন দান যা মৃত্যুর পরও অব্যাহতভাবে সওয়াব প্রদান করে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ এই ধরনের দান করলে তার জন্য শাশ্বত নেকি অর্জিত হয়। যেমন: পানি বা ব্রিজ

নির্মাণ,মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান, কুরআন ছাপা ও বিতরণ, চিকিৎসা ও জনসাধারণের কল্যাণমুখী দান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কোনো মানুষ মারা গেলে তার আমল শেষ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ব্যতীত: সাদাকায়ে জারিয়াহ, উপকারী ইলম বা নেক সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করে।” (সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

মৃত্যুর পরেও সাদাকায়ে জারিয়া মৃতের জন্য সওয়াব বহন করে। এটি মৃতের গুনাহ মুছে দেয় এবং আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

খ. উপকারী ইলম (العلم النافع): যে শিক্ষা বা জ্ঞান মানুষের উপকারে আসে, তা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রদান করলে তার জন্য সওয়াব অব্যাহত থাকে। যেমন: কুরআন, তাফসির, হাদীছ শিক্ষা, ইসলামী ফিকহ ও আক্বীদার শিক্ষা।

গ. নেক সন্তান (الولد الصالح): নেক সন্তান যার প্রতি সে দু'আ করে এবং যিনি আল্লাহর পথে সৎ জীবন পরিচালনা করে, তার মাধ্যমেও মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে সওয়াব বহন হয়। সন্তান মুসলিম ও নেক হতে হবে। সন্তান নিয়মিত মৃতের জন্য দু'আ ও নেক আমল করবে।

উদাহরণ : সন্তানের মাধ্যমে দু'আ, কুরআন পাঠ, নেক কাজ ইত্যাদি। সন্তানের নেক কাজ ও দু'আ মৃতের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক সওয়াব বহন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ।

অর্থ:"মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়— তার পরিবার, তার সম্পদ এবং তার আমল। তারপর দুটি ফিরে আসে, আর একটি থেকে যায়। „(সহীহ বুখারী -৬৫১৪)

অনুরুপভাবে মৃতব্যক্তির জন্য জীবিতরা ওমরাহ করতে পারবে।এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।

একাদশ অধ্যায়
মৃত ব্যক্তির জন্য বিতর্কিত বিষয়সমূহ

ক. কুরআন খতম করে সওয়াব পৌঁছানো (ختم القرآن وإيصاله للأجر) : কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম করলে তার সওয়াব পৌঁছে যায়। অথচ সালাফদের মত অনুয়ায়ী কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে জীবত মানুষের উপকার হয় মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় না বরং বিদ'আত।

খ. ঈসালে সাওয়াব (إيصال الأجر) : এটা ভিত্তিহীন বিদ'আতী আমল। বিদ্বান ও জ্ঞানীদের মধ্যে সর্বপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় হাফিয ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) ও হাফিয সুয়ূতী (রহ.)-দ্বয় মৃত ব্যক্তিদের

অবস্থা সম্পর্কে দু'জনই পৃথক পৃথক অতি মূল্যবান কিতাব লিখেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.)-এর কিতাবের নাম 'কিতাবুর রূহ'। তার ৩য় সংস্করণ হায়দ্রাবাদে ৩২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত- তা আমাদের নিকট আছে। তার মধ্যে জীবিতদের পক্ষ হতে মৃতের উপকার করা মর্মে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ১৬ নং মাসআলায় ১৪৫ হতে ১৭৭ পৃষ্ঠায়। তাতে মৃতের নামে কুরবানী করতঃ ইসালে সাওয়াবের কথা সালাফ সালেহীন হতে উল্লেখ হয়নি। সুয়ূতী সাহেবের কিতাব 'শারহুস সদূর ফী আহওয়ালীল মাওতা ওয়াল কুবুর'- যা বৈরূত লেবাননে মুদ্রিত ১৪০৪ হিজরীতে। তাতে ৩০১ পৃষ্ঠা থেকে ৩১২ পৃষ্ঠায় ঐ ধরনের কথাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কুরবানী দ্বারা মৃতের উপকার করার কথা বর্ণিত হয়নি।হাফিয আবু বাক্ আল খাল্লাল

(২৩৪-৩১১ হিজরী) এর 'কিতাবুল ওয়াকুফ' নামে ১৯৯০ খৃস্টাব্দে সদ্য মুদ্রিত যার কপি আমার নিকট ১৯৯০ এর ২৫ আগস্ট পৌঁছে; তার ৫৫৫ পৃষ্ঠা হতে ৫৭২ পৃষ্ঠায় মৃতের উপকারে সাদাকা ইত্যাদি করার অধ্যায়ে কুরবানী করতঃ মৃতের কবরে নেকী পৌঁছানোর কোন কথা উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র একটি রিওয়ায়াত সাহাবী 'আলী (রাযি.) মারফত বর্ণিত, যার সনদ গরীব- অপরিচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ঐ হাদীসটা সামনে রেখে মৃতের নামে কুরবানী করার কথা কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন: মৃতের নামে কৃত কুরবানী জীবিতদের পক্ষ হতে সাদাকা, তাই ওর গোস্ত নিজেরা না খেয়ে সম্পূর্ণরূপে বিতরণ করে দিবে- (তিরমিযী)। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় দু'টি করে কুরবানী করতেন, একটি নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের পক্ষ হতে এবং আর একটি তাঁর ঐ সমস্ত উম্মাতের জন্য যারা কুরবানী করতে সক্ষম নয় বা যারা তাঁর জীবদ্দশায়

মারা গিয়েছিলেন তাদের সকলের পক্ষ হতে! আবার কোন রিওয়ায়াতে আছে একটিতেই সবাইকে শরীক করতেন সুতরাং ঐ মারফু হাদীস হতে তা প্রমাণ করা দুষ্কর (মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়; ৫৫-৫৬পৃষ্ঠা)

গ. মিলাদ (المولد/الذكر الجماعي) : মৃত্যু ব্যক্তির নামে মিলাদ পড়ানোর শারঈ কোন ভিত্তি নেই

ঘ. চল্লিশা (الاربعين) /কুলখানি (الوليمة) : শরীয়তে এ সমস্ত ইবাদতের যেমন কোনো স্থান নেই, তেমনি এর কোনো ভিত্তিও নেই বরং তা বিদ`আত এবং জাহেলী যুগের কাজ। কেউ মারা গেলে শোক পালনের জন্য আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো ঠিক নয় বরং বিদ`আত এমনিভাবে সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক অনুষ্ঠান করা জাহেলিয়া যুগের বিদ`আত মৃতের পরিবারের সদস্যদের করণীয় হলো ধৈর্য্য

ধারণ করে পূণ্যের আশা করা এবং ধৈর্যশীলদের মত বলা (ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজি`উন) সাথে বলবে : আল্লাহুম মাগফির লাহু ওয়ার হামহু আল্লাহ তাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছেন, তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হবে এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত [সূরা বাকারা ২ : ১৫৭]

কিন্তু মৃত ব্যক্তির লোকেরা তাদের নিজেদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলে কোনো অসুবিধা নেই

মুসলিমদের জন্য বৈধ কাজ হলোঃ তাদের কেউ মারা গেলে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং রহমত কামনা করা আর এ সমস্ত জাহেলিয়া যুগের অনুষ্ঠানাদি ছেড়ে দেওয়া আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের জন্য করণীয় হলোঃ মৃতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করা, কেননা তারা বিপদগ্রস্ত। আব্দুল্লাহ ইবন জা`ফর ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু `আনহু এর হাদীসে এসেছে যে, "জা,ফর রাদিয়াল্লাহু `আনহু যখন মুতার যুদ্ধে শহীদ হন তখন নবী

সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় তাঁর পরিবারকে নির্দেশ দিলেন জা`ফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করতে, তিনি বলেছিলেনঃ কেননা তাদের উপর সেই জিনিস এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে„ কিন্তু মৃতের পরিবার অন্য লোকদের জন্য খাবার তৈরী করবে না তারা যদি তাদের নিজেদের জন্য বা দূরবর্তী মেহমানদের জন্য তৈরী করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।(ইসলাম হাইজ.কম)।

ঙ. কবর পাকা করা (تثبيت القبر) : কবর উঁচু করা, তা পাকা করা, তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা এবং তাতে চুনকাম করাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা বরং এ কাজগুলো সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তিনি আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) কে এই আদেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন মূর্তি পেলে তিনি যেন তা মিটিয়ে ফেলেন

এবং উঁচু কোন কবর পেলে তা যেন মাটির সমান করে দেন [মুসলিম : ২২৮৭] সুতরাং তাঁর পবিত্র সুন্নাত হচ্ছে সমস্ত উঁচু কবর মাটির সমান করে দেয়া তিনি কবরকে পাকা করত তার উপর কিছু নির্মাণ করতে, তার উপর বসতে এবং তাতে কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন আর যে ব্যক্তি কোন কবরকে চিনে রাখতে চায় তাকে শিক্ষা দিতেন যে, সে যেন কবরের উপর নিশানা স্বরূপ একটি পাথর রেখে দেয় [আবু দাউদ : ২৭৪৫] তিনি কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে এবং তার উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন[মুসনাদে আহমাদ, মিশকাতঃ ৭৪০] যারা এ কাজগুলো করে তাদের উপর তিনি লা,নত করেছেন তিনি কবরের দিকে ফিরে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর কবরকে ঈদ ও মেলার (উরুছের) স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম - ৯৭২ ; আবু দাউদ - ২০৪২)

তিনি এক দিকে কবরকে অপদস্ত করতে, পদদলিত করতে, তার উপর বসতে এবং তাতে হেলান

দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং অন্য দিকে তাকে সম্মান করে মসজিদ, উৎসবের স্থান এবং পূজার স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন

চ. কবরের খেজুরের ডাল/গাছ লাগানো (زرع النخيل على القبر) : কবরের উপর গাছ বা খেজুরের ডাল লাগানোর প্রথা কিছু অঞ্চলে প্রচলিত আছে তবে পোতা যাবে না যারা এরূপ করে থাকেন তারা একটি হাদীছের অনুসরণে এরূপ করে থাকেন যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন দু`টি কবরের শাস্তি জানতে পেরে একখানা খেজুরের ডাল দুই টুকরা করে দু,টি কবরে গেড়ে দেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, হয়ত ডাল দু,টি শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা হয়ে থাকবে, (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা-৩৩৮) কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল কারণ তাদের শাস্তি হালকা

হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুপারিশের জন্য কাঁচা ডালের জন্য নয় যা ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কাজেই খেজুরের কাঁচা ডাল বা অন্য কোন কাঁচা ডাল গেড়ে কবরের শাস্তি হালকা হবে বলে ধারণা করা একেবারেই ভ্রান্ত কেননা যদি বিষয়টি তাই-ই হ,ত তহ,লে তিনি ডালটি চিরে ফেলতেন না কেননা তাতে তো ডালটি দ্রুত শুকিয়ে যাবার কথা আসল কারণ ছিল ঐ কবর দু,টিকে ঐ ডাল দ্বারা চিহ্নিত করা যে, তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন (আলবানী, মিশকাত ১/১১০ পৃঃ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২৪২ পৃঃ)।

মৃতের জন্য বিভিন্ন প্রথাগত কাজ যেমন মিলাদ, চল্লিশা, কুলখানি, কবর পাকা করা ও কবরে গাছ লাগানো বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়।

নিশ্চিত ও সুপ্রমাণিত মাধ্যম হলো : সাদাকায়ে জারিয়াহ, উপকারী ইলম, নেক সন্তানসহ বিভিন্ন নেক আমলের কথা দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে

নিশ্চিত ও সুপ্রমাণিত মাধ্যম হলো: সাদাকায়ে জারিয়াহ, উপকারী ইলম, নেক সন্তানসহ বিভিন্ন নেক আমলের কথা দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ছ. উমরী কাযা সলাত ও সিয়াম : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে করতে পারেনা। (মুওয়াত্বা, মিশকাত- ২০৩৫)। কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলি জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃতের পরেও তেমনি সম্ভব নয় এবং এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না কেবলমাত্র দু'আ, ছাদাক্বা ও হজ্জ ব্যতীত। (আবুদাঊদ-২৮৩৩)।

আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে সে চেষ্টা করে' (নাজম ৫৩/৩৯)। অবশ্য উত্তরাধিকারীগণ তা রাখতে পারেন

(আবুদাঊদ-৩৩০০)। অথবা প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন কিংবা এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) গম (বা চাউল) মিসকীনকে দিবেন,যদি তা মাইয়েতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। নইলে তা পূরণ করা ওয়ারিছের জন্য ওয়াজিব নয়।

বিঃ দ্রঃ জানাযাকালে মৃতের ক্বাযা ছালাতের কাফফারা স্বরূপ উমরী ক্বাযার নামে(বিগত ছালাতের আনুমানিক হিসাব করে) টাকা-পয়সা দান করা সম্পূর্ণরূপে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

কবর যিয়ারত

ক. কবর যিয়ারতের বিধান: কবর যিয়ারত ইসলামে জায়েয এবং মৃতের প্রতি দু'আ ও স্মরণ করার একটি সুন্নাহ। এটি মৃত্যুর পর ব্যক্তির প্রতি করণীয় কাজ ও নেক আমল অর্জনের মাধ্যম।

শর্তসমূহ: কবর যিয়ারত করলে কেবল নেক উদ্দেশ্যে ও আল্লাহর ভয়কে মনে রেখে যেতে হবে। কবরের উপর কোনো শিরক বা অবৈধ ইবাদত সম্পাদন করা সম্পূর্ণ হারাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة"

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বিরত রাখতাম, এখন যিয়ারত করো; এটি তোমাদের আখিরাতের কথা মনে করায়।" (সহীহ মুসলিম: ৯৭৬)।

কবর যিয়ারত মনকে আখিরাতমুখী করে। মৃতের জন্য দু'আ করার সুযোগ দেয়।

খ. কবর যিয়ারতের পদ্ধতি: নম্র-ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে কবরস্থানে দু'আ পাঠ করে প্রবেশ করবে এবং কবরবাসীর জন্য দু'আ করবে।

গ. কবর যিয়ারতের দু'আ: যিয়ারতের সময় মৃতের জন্য দো'আ করা সুন্নাহ। এটি মৃতের নেকি বৃদ্ধি ও পাপ হ্রাসের জন্য কার্যকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ

উচ্চারণ: আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাকুদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকুনা।

অনুবাদ: মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি'। (মুসলিম: ২২৫৬)।

আরেকটি দু'আ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলায়কুম দা-রা ক্বাওমিন মু'মিনীনা, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা-হেকূনা; আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম।

অনুবাদ: মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (মুসলিম, মিশকাত: ২৯৮)

ফযিলত: মৃতের জন্য সওয়াব অর্জন। জীবিতদের জন্য মনোশান্তি ও স্মরণে আখিরাত সচেতনতা।

ঘ. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য): কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য হলো: আখিরাতের কথা মনে করা, মৃতদের প্রতি সম্মান ও স্মরণ। মৃতদের জন্য দু'আ করা, মৃতের নেকি বৃদ্ধি ও পাপ হ্রাস এবল নিজেকে আত্মসমালোচনা ও ধৈর্যশীল করা, মৃত্যু ও পরকালের প্রতি সচেতন হওয়া।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
গায়েবানা জানাযার বিধান

ক. গায়েবানা জানাযার সংজ্ঞাঃ গায়েবানা জানাযা হলো এমন জানাযা যেখানে মৃত ব্যক্তি উপস্থিত নেই। অর্থাৎ মৃতের দাফনের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ তার পাশ উপস্থিত হতে পারছে না, অথবা অমুসলিম দেশে মারা গিয়েছে তখন অন্য কোনো স্থানে তার পক্ষ থেকে জানাযা আদায় করা হয়। **উদ্দেশ্যঃ** মৃতের জন্য দু‘আ ও নেকি অর্জন।

খ. গায়েবানা জানাযার বিধান (حكم صلاة الغائب):

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ’লা আনহুর হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যুর খবর জানালেন এবং সাহাবীবর্গকে সঙ্গে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে গেলেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন। (বুখারী - ১৩৩৩)।

গায়েবানা জানাযা তার জন্য অনুমোদিত যে মারা যাওয়ার পর নিজস্ব এলাকায় তার উপর জানাযার ছালাত আদায় করা হয়নি। যেমন জনৈক মুসলিম কোন কাফির ভুখণ্ডে মারা গেল অথবা সমুদ্র বা নদীর পানিতে ডুবে মারা গেল আর তার লাশ পাওয়া গেল না। তখন তার গায়েবানা জানাযা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু যার জানাযা একবার পড়া হয়েছে তার গায়িবানা জানাযা আদায় করা শরী‘আতসম্মত নয়। কেননা এ ব্যাপারে নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা জানাযা ছাড়া হাদীছে আর কোনো দলীল নেই। প্রকৃতপক্ষে

নাজ্জাশীর জানাযা তার নিজ দেশে পড়া হয়েছিল না। অমুসলিম দেশে জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়েছিল। যেহেতু তিনি মুসলিম হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর জানাযা পড়ার মত কেউ ছিল না। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন।

আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু খবর জানালেন এবং সাহাবীগর্ণকে সঙ্গে নিয়ে জানাযার ছালাতের স্থানে গেলেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীরে জানাযার ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৪৫)। বর্ণিত হাদীছের আলোকে হানাফী মাযহাব ও মালিকী মাযহাবের কিছু আলেম বলেন যে, ‘এটি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, অন্য কারোর জন্য জায়েয নয়’।

অপরদিকে জমহুর আলেম এই মতকে খণ্ডন করে বলেন, কোনো বিধান ছহীহ দলীল ব্যতীত নির্দিষ্ট হয় না, বরং প্রত্যেকটি কাজে মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করতে আদিষ্ট হয়েছে। বিদ্বানদের মতামতের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, গায়েবানা জানাযা শরী‘আত সম্মত নয়। তবে যে ব্যক্তির জানাযা হয়নি তার গায়েবানা জানাযা পড়া বৈধ; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অনেক নেতৃবৃন্দ ও গোত্র প্রধান মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু এ রকম কোনো বর্ণনা নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গায়িবানা জানাযা আদায় করেছেন, যাদের জানাযায় তিনি শরীক হতে পারেননি।

(আল-ইনছাফ, ২/৩৭৪; মা‘আলিমুস সুনান, ১/৩১০; আল-মুসতাদরাক আলা মাজমূঈল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, ৩/১৪৪; যাদুল মা‘আদ, ১/৫০০-৫০১; ফাতাওয়া আল-লাজনা

আদ-দায়িমাহ, ৮/৪১৮; মাজমূঊ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ১৭/১৪৬-১৪৯; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ছালাত অধ্যায়, প্রশ্ন নং-৩৪৯; আহকামুল জানায়িয, পৃ. ৮৯-৯৩)।

ইমাম ইবনু আব্দিল বার ও ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহুমা বলেন, যদি গায়েবানা জানাযা অবাধে জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত ছাহাবীদের গায়েবানা জানাযা আদায় করতেন, যাদের জানাযায় তিনি শরীক হতে পারেননি। অনুরূপভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিমরা তাদের প্রিয় চার খালীফার গায়েবানা জানাযা পড়ত। কিন্তু এরূপ কথা কারো থেকে বর্ণিত হয়নি। (আল-জাওহারুন নাক্বী শরহ সুনানুল বাইহাক্বী ৪/৫১ পৃঃ, আহকামুল জানায়িয ৯৩ পৃঃ, ইসলাম সাওয়াল জাওয়াব ফাতাওয়া নং ৩৫৮৫৩, মাসিক আল-ইখলাস জানুয়ারী-২০২৪)

সুতরাং এটিই সাব্যস্ত হলো যে, যদি নিশ্চিত হওয়া যায় মৃত মুসলিম ব্যক্তির জানাযা হয়েছে তাহলে গায়েবানা জানাযা করা যাবে না।

গ. গায়েবানা জানাযার পদ্ধতিঃ সাধারণ জানাযার মতোই।

চতুর্দশ অধ্যায়
লেখকের অসিয়তনামা

ক. অসিয়তনামার সংজ্ঞাঃ অসিয়তনামা হলো- মৃত্যুর পূর্বে নিজের পরবর্তী বিষয়াদি সম্পর্কে লিখিত বা মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করা। যেমন- নেক কাজের নির্দেশ, পরিবার ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার, দু'আ, মৃত্যুর পর জানাযা ও দাফন সংক্রান্ত করণীয়-বর্জনীয় বিষয় ইত্যাদি।

ইসলামে অসিয়ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি মানুষের মৃত্যুর পরও তার দীনী দিক-নির্দেশনা ও

নেক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

খ. ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"যে মুসলিম ব্যক্তির অসিয়ত করার মতো কিছু আছে, তার জন্য দুই রাতও অতিবাহিত করা উচিত নয়-এমন অবস্থায় যে তার অসিয়ত তার কাছে লিখিত থাকবে না।" [সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ২৭৩৮ ; সহীহ মুসলিম, হাদীসঃ ১৬২৭]

অতএব অসিয়ত করা ইসলামে বৈধ ও সুন্নাহ সম্মত। এর মাধ্যমে মানুষ মৃত্যুর পরও তার পরিবারকে সঠিক দীনী পথে পরিচালিত করতে পারে।

গ. অসিয়তের উদ্দেশ্যঃ মৃত্যুর পর নিজের নেক আমলের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। পরিবার ও স্বজনদের নেক কাজের দিকনির্দেশনা দেয়া। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোনো বিদ'আত বা গুনাহের কাজ না হয়। মৃত্যুর পরেও নেকির সওয়াব অর্জনের ব্যবস্থা রাখা।

ঘ. স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা ও পরিবার-স্বজনদের প্রতি লেখকের অসিয়তঃ আমি শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ এই মর্মে আমার পরিবার-পরিজনদের অসিয়ত করে যাচ্ছি যে-

আমি জীবিত অবস্থায় যেমন কুরআনুল কারীম, সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের আকীদা ও মানহাজ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি, আমার মৃত্যুর পরও যেন আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন একই পথ অনুসরণ করেন।

আমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যেন কোনো প্রকার বিদ‘আতী অনুষ্ঠান- যেমন মিলাদ, চল্লিশা, কুলখানি, কবর পাকা করা ইত্যাদি-করা না হয়।

৫. মৃত্যুর সময় ও পরবর্তী করণীয়

১. তালকীন: আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকলে আমাকে “لا إله إلا الله” তালকীন করিয়ে দিবেন।

২. দ্রুত জানাযা ও দাফন: মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর নিম্নোক্ত পাঁচটি কাজ সুন্নাহ পদ্ধতিতে দ্রুত সম্পন্ন করবেন- ১. গোসল ২. কাফন ৩. লাশ বহন ৪. জানাযা ও ৫. দাফন। কারো অপেক্ষায় দাফনে বিলম্ব করবেন না।

৩. জানাযার ইমাম: আমার জানাযা পড়াবেন আমার নেক ও যোগ্য সন্তান অথবা ভাই, অথবা পিতা অথবা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুসারী কোনো তাক্বওয়াবান ব্যক্তি।

৪. গোসলের পদ্ধতি: আমার লাশ গোসল করাতে পারেন মা, স্ত্রী, মেয়ে, পিতা, ভাই অথবা সুন্নাহ জানা কোনো বিশ্বস্ত তাক্বওয়াবান ব্যক্তি।

গোসলের সময়- কুসুম গরম পানি ব্যবহার করবেন। বরই পাতার পানি ব্যবহার করা যেতে পারে, সাবান ব্যবহার করা যাবে এবং ডান পাশ থেকে গোসল শুরু করবেন। আর পূর্ণ পর্দা রক্ষা করবেন।

৫ কাফন: আমাকে তিন খণ্ড কাপড়ে কাফন দেয়া হবে। আতর, সুরমা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬ বিলাপ নিষেধ: আমার মৃত্যুতে বিলাপ, মাতম বা উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করবেন না; বরং আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু‘আ করবেন।

৭. জানাযার পদ্ধতি: জানাযার কাতার বিজোড় করা উত্তম। সুন্নাহ অনুযায়ী চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করবেন।

৮. লাশ বহন: ধীর-স্থিরভাবে আখেরাতের কথা স্মরণ করে লাশ বহন করবেন।

৯. দাফনের পদ্ধতি: আমাকে কিবলামুখী করে কবরস্থ করবেন। ডান কাতে শোয়াবেন। কবরের মধ্যে রাখার সময় বলা হবে-

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

উচ্চারণঃ "বিসমিল-াহি ওয়া'আলা মিল-াতি রাসূলিল-াহ"

“আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিল্লাতের উপর।” (আবু দাউদ, হাদীস: ৩২১৩)।

১০. মাটি দেয়া: মাটি দেওয়ার সময় পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে মাটি দেয়া উত্তম।

১১. সম্মিলিত মুনাজাত নয়: দাফনের পরে সবাই একত্রে মুনাজাত করবেন না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজভাবে আমার জন্য প্রশ্নোত্তর দেওয়া সহজ হওয়ার জন্য দু‘আ করবেন।

১২. কবরের পাশে দু‘আ: দাফনের পর কিছু সময় অবস্থান করে আমার মাগফিরাত ও প্রশ্নোত্তর সহজ হওয়ার জন্য দু‘আ করবেন।

১৩. ঋণ পরিশোধ: আমার উপর যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তা দ্রুত পরিশোধ করবেন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ শরীয়ত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করবেন কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে।

১৪. সাদাকায়ে জারিয়াহ: আমার আত্মীয়-স্বজন ও উত্তরাধিকারীরা সামর্থ্য অনুযায়ী দো‘আ, সাদাকাহ, সাদাকায়ে জারিয়াহ করবেন-ইনশাআল্লাহ।

১৫. সাধারণ মুসলিম ও অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে অসিয়ত: মুসলিমেরা আমার মৃত্যুসংবাদ শুনলে সম্ভব হলে জানাযায় অংশগ্রহণ করবেন। আন্তরিকভাবে আমার মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করবেন। যদি আমি কারো মুসলিম/অমুসলিমের প্রতি অন্যায় করে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আমি সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দিলাম। সবাই যেন শিরক, বিদ'আত ও বান্দার হক নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সবাইকে দীনের উপরে অটল বিশ্বাস রেখে মৃত্যু দান করেন। আমিন।

উপসংহার

মোটকথা, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কিছু আমল দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন— তার জন্য দু`আ করা, ইস্তিগফার করা, সদকা করা, ঋণ পরিশোধ করা, মান্নত পূরণ করা এবং মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করা। এসব বিষয়ে শরীআতের সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে।

তবে এমন কোনো আমল, যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে মৃতের কাছে সওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ নেই, তা দ্বীনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ

নয়। কারণ ইবাদতের মূলনীতি হলো— দলীলের অনুসরণ করা; মনগড়া পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।

অতএব, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো মৃত আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইদের জন্য বেশি বেশি দু`আ করা, তাদের ঋণ ও দায়িত্ব আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং শরীআতসম্মত উপায়ে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা। একই সঙ্গে বিদ`আত ও ভিত্তিহীন প্রথা থেকে দূরে থাকা এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর নির্দেশনার ওপর অটল থাকা।

আল্লাহ তা`আলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা ও বিশুদ্ধ আমলের তাওফীক দান করুন, জীবিত ও মৃত সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত করুন। আমীন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

লেখকের প্রকাশিত বই সমূহ :

১.ঈমান রক্ষার দাওয়াত।
২.হজ্জ ও ওমরাহর পূর্ণাঙ্গ সহজ গাইড।
৩.জীবিতদের আমলে মৃতদের উপকার।

প্রকাশিতব্য বই সমূহ ইনশাআল্লাহ

১.বিশুদ্ধ হাদীছ ও শিষ্টাচার শিক্ষা।
২. বিশুদ্ধ ওযূ ও ছালাত শিক্ষা।
৩.ক্বলবের রোগ ও চিকিৎসা।
৪.যাকাত,ফিতরা ও সাদাকা।

বইয়ের প্রাপ্তি স্থান সমূহ :

১.বাইতুর রহমান জামে মাসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্স,খালপাড়, শ্রীপুর,গাজীপুর ।
যোগাযোগ : 01714-573727
২. মিছবাহুল হাদীছ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
যোগাযোগ : 01611-930288
৩. আহ-ছিরাত লাইব্রেরী,

নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা,রাজশাহী।
যোগাযোগ : 01910-724758
৪. ওয়াহীদিয়া ইসলামী লাইব্রেরী, রাণীবাজার,রাজশাহী।
যোগাযোগ : 017 08524525
৫. জায়েদ লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা
যোগাযোগ : 01768772141
৬. জননী লাইব্রেরী, জামতৈল (পূর্ব বাজার),কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
যোগাযোগ : 01721888987
৭. ইখলাস লাইব্রেরী, বিশ্বরোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
যোগাযোগ : 01787-090747

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا

أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ